একদিন নবপ্রবাহ

অনীক দত্ত

সৃষ্টিশীল প্রতিবাদী মননের বুদ্ধিদীপ্ত অভিরূপ

শান্তনু রায়

মাত্র ছেষট্টি বসন্ত কাটিয়ে অলবিদা জানিয়ে চলে যাওয়া বাংলা চলচ্চিত্র জগতের বিশিষ্ট চিত্রপরিচালক অনীক দত্ত যেন মননশীল স্পর্ধার এক প্রতিরূপ। সত্যজিৎ প্রাণিত এই ব্যতিক্রমী প্রতিবাদী রাজনৈতিক চিত্র নির্মাতার অভিযাত্রা শুরু ২০১২য় 'ভুতের ভবিষ্যৎ' দিয়ে। তাঁর ছবির উপজীব্য ছিল প্রধানত নাগরিক মধ্যবিত্ত বাঙ্গালির সমাজ জীবন-আত্মসঙ্কট ও স্ববিরোধিতা- রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচার ও ভণ্ডামি ।তাঁর ছবিতে বারবার পুরোনো কোলকাতার ইতিহাস ও তার নস্ট্যালজিয়ার ছায়াপাত ঘটেছে। পারিবারিক সূত্রে ইউ বি আই এর প্রতিষ্ঠাতা নরেন্দ্র চন্দ্র দত্তের পৌত্র এবং বিখ্যাত পরিচালক বিমল রায়ের ভ্রাতুষ্পৌত্র এবং বলিউডের বিখ্যাত অভিনেতা ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে আত্মীয় হিসেবে সম্পর্কিত অনীক দক্ষিণ কোলকাতার এক বনেদী বাড়ির সন্তান।তাঁর ক্যামেরার পেছনে দাঁড়ানোর হাতেখড়ি বিজ্ঞাপন জগতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ।প্রায় দু'দশক সেই পেশায় সফল বিচরণের পর ২০১২য় টলিপাড়ায় তাঁর প্রথম ছবি 'ভুতের ভবিষ্যৎ'তেই প্রতিভার বিচ্ছুরণে চমৎকৃত চলচ্চিত্রপিপাসু বঙ্গীয় সমাজের কাছে নিজের জাত ও জুঁর চিনিয়ে দিয়েছিলেন পরিচালক অনীক দত্ত ।বাংলা ছবির দর্শকের সঙ্গে সেই প্রথম মোলাকাতেই তাদের হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন অনীক। সেই থেকে ২০২৫ এই চৌদ্দ বছরের অভিযাত্রায় তাঁর পরিচালনায় ছবির সংখ্যা সাত হলেও প্রতিটি সৃজনে প্রতিভার ও স্বকীয়তার উজ্জ্বল স্বাক্ষরে বারবার যেমন বিমুগ্ধ ঋদ্ধ হয়েছে বাঙালি নাগরিক মনন -হ্যাঁ, অনেকক্ষেত্রে তাঁর রাজনৈতিক ভাষ্যের সঙ্গে সহমতে অনীহা সত্ত্বেও,তেমনই হয়ত শাণিত কটাক্ষে বিড়ম্বিত অপ্রতিভ নগ্ন হয়েছে শাসকের অপশাসন আধিপত্যবাদ। সেলুলয়েড ছিল তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিবাদের মাধ্যম। রাজ্যের বিদায়ী সরকারকে অস্বস্তিতে ফেলে সত্যজিৎ রায়ের এই যোগ্য উত্তরসুরীর মার্জিত অথচ শাণিত প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে সেলুলয়েডেই তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও কটাক্ষে । তার মূল্যও তাঁকে দিতে হয়েছে বিভিন্নভাবে । তবু তাঁর 'আপনারে ছাড়া কাহারে কুর্নিশ' জ্ঞাপনে ছিল না তেমন আগ্রহ ।নিজের বক্তব্যে সব সময় ছিলেন অনড় দৃঢ় । তাঁর সিনেমা নিয়ে বিতর্ক কখনো কম পড়েনি -সে ২০১৯ এ মুক্তিপ্রাপ্ত স্যাটায়ার ধর্মী 'ভবিষ্যতের ভুত'ই হোক বা ২০২২ এ সত্যজিৎ রায়ের জীবনী অবলম্বনে নির্মিত 'অপরাজিত' হোক। তাঁর শেষ ছবি ২০২৫ এ মুক্তিপ্রাপ্ত 'যতকাণ্ড কলকাতাতেই'। তাঁর 'ভবিষ্যতের ভুত' ছবিটি তৎকালীন অসহিষ্ণু সরকার আপাতভাবে কোন কারণ ছাড়াই চলতে দেননি কোন হলে-অনেকেরই হয়ত স্মরণে আছে সে পর্বে শিল্পী কলা কুশলীদের পথে নেমে প্রতিবাদ।তবু বরফ

গলেনি ।

অথচ কটাক্ষ সহ্য করার রসবোধ ও সহিষ্ণুতা থাকলে অনীকবাবুর ঐ চলচ্চিত্রটি দেখে কারও কুপিত হওয়ার কারন ছিল না; ছবিটির জন্য শীর্ষ আদালত পর্যন্ত যাওয়ারও প্রয়োজন হত না ।কিন্তু এটুকু সহনশীলতার প্রত্যাশাও কি এ 'গনতন্ত্রে' কিঞ্চিৎ অধিক মনে হয়েছিল! পরিচালককের পূর্বের কোন ঠোঁটকাটা মন্তব্যে অপ্রতিভ হওয়ার গোপন রোষের কারনে তাঁকে একটু 'সবক' শেখাতে সেন্সরবোর্ডের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ছবিটিকেও জোর কোরে দেখতে না দেওয়ার প্রচেষ্টা আর যাই হোক সহিষ্ণুতার বা সুস্থ গনতান্ত্রিক আবহের বিজ্ঞাপন যে হয় না সে কথা ভাবতে নারাজ ছিল বলদর্পী প্রশাসক ।

ঘটনা এই যে একটি স্যাটায়ার, রাজনৈতিক হলেও,(বিশেষ রাজনৈতিক বক্তব্যহীন কনটেন্ট এবং সকল দলের প্রতিই শ্লেষসম্বলিত তীক্ষ্ণ সংলাপ)যা এক উপভোগ্য চলচ্চিত্র হিসেবে গ্রহনে সহনশীল সাবালত্বের অভাব প্রমান করেছিল যে 'পদ্মাবত' এ রাজ্যে মুক্তির সাদর আহ্বান ছিল নিছক এক রাজনৈতিক কৌশল প্রতিদ্বন্দী শক্তিকে চ্যালেঞ্জের। রাজ্যপ্রশাসনের সে আচরণে প্রমানিত হয়নি এও যে, বাকি দেশে যাই হোক এ রাজ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, শিল্পের বা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অটুট- এ দাবি কতখানি সঙ্গত। তবে মত প্রকাশের স্বাধীনতা কিংবা শিল্পীর স্বাধীনতা এ রাজ্যে যে সেই প্রথম লঙ্ঘিত হয়েছিল তা নয়। ওই ছবি বন্ধের প্রতিবাদে যারা সেদিন পথে নেমেছিলেন তাঁদের মধ্যে এক বিশেষ রাজনৈতিক শিবিরের লোকজনও ছিলেন যাদের আগের প্রায় সাড়ে তিন দশকের রাজত্বকালেও এ রাজ্যবাসীর একধরনের গণতন্ত্র(!),মত প্রকাশের স্বাধীনতা(!) ইত্যাদির অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সেই রাজত্বকালেই তো এক রাতের মধ্যেই এ রাজ্য থেকে বিতাড়িত তসলিমা নাসরিনের বই নিষিদ্ধ হয়েছিল -অন্তত দু'টি নাটক ও একটি সিনেমাও সরকারি বিরুপতার সম্মুখীন হয়েছিল । তখন কিন্তু ঐ শিবির নিশ্চুপ নিষ্ক্রিয় উদাসীন ছিল, এসত্য ।ঠিক যেমন বাধাপ্রাপ্ত ঐ নাটক দু'টির নির্দেশকদ্বয় অনীক দত্তের সেন্সরবোর্ডের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ছবিটির হলে চলতে না দিতে গায়ের জোরে প্রশাসনিক বাধা সৃষ্টির বিরুদ্ধে নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করেছিলেন । তবে সে ঘটনাই শেষ নয় ।ওই পরিচালকের পরবর্তীকালে মুক্তিপ্রাপ্ত একাধিক ছবি যেমন নন্দনে প্রদর্শনের জন্য স্থান পায়নি তেমনই 'অনুপ্রেরণা' বঞ্চিত অন্য দুই পরিচালকদেরও অন্তত তিনটি ছবি রাজ্যের কোন হলেই প্রদর্শন করতে দেওয়া হয়নি চরম অসহিষ্ণুতায়।

২০২৫ এও মুক্তি আসন্ন বিবেক অগ্নিহোত্রীর 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' ছবির ট্রেলারটিও কোলকাতায় প্রদর্শনে বাধা দেওয়ার ঘটনায় অসহিষ্ণুতার(ছবিটির বক্তব্য সম্পর্কে আপত্তি থাকলেও) যে চিত্রটি সামনে এসেছিল সে বিতর্কের প্রেক্ষিতে এ রাজ্যের 'বুদ্ধিজীবী'দের এক বড় অংশ(রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের মতো ব্যতিক্রমীরা ব্যতীত) বিভিন্ন সমীকরনে প্রতিক্রিয়াহীন নির্বিকার, আরেকটি অংশ প্রকারান্তরে সেই অপকর্মের সাফাই দিলেও ভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়েও একজন সমাজসচেতন চিত্রপরিচালক হিসেবে স্বয়ং অনীক দত্ত কিন্তু দ্ব্যার্থহীন প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন শিল্পীর স্বাধীনতার দৃষ্টিকোণ থেকে।

সুদীপ্ত সেনের ছবি 'দ্য কেরালা স্টোরি'র প্রদর্শনও অমূলক অজুহাতে বন্ধের সরকারি নির্দেশ আদালতের আদেশে স্থগিত হলেও সে ছবির প্রদর্শন রাজ্যের কোন সিনেমাহলে সম্ভব হয়নি অলিখিত প্রশাসনিক নির্দেশে। দেখা গিয়েছিল 'কাশ্মীর ফাইলস' এর ক্ষেত্রেও একই আচরণ এ রাজ্য প্রশাসনের-এবং একই প্রতিক্রিয়া বঙ্গীয় বৌদ্ধিক মহলেরও।

অনতিঅতীত ইতিহাস থেকেও দেখা যাবে ক্ষমতা আরও অবাধ ক্ষমতা, নিরঙ্কুশ আধিপত্যের দিকে লালায়িত করে, আমিত্ববোধের অহমিকা সামান্যতম সমালোচনায়ও প্রতিস্পর্ধী কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করতে একসময়ের প্রতিবাদের প্রতীককেও প্ররোচিত করে ।!

যদিও সেন্সরবোর্ডের ছাড়পত্রপ্রাপ্ত কোন ছবির প্রদর্শন রাজ্যের হলগুলিতে কৌশলে বন্ধ করলেও আজকের সোশ্যাল মিডিয়ার মত শক্তিশালী মাধ্যমের দৌলতে ছবিটি কিন্তু একেবারে চেপে দেওয়া সম্ভব নয় ।অন্যদিকে আদালত কর্তক ধার্য জরিমানা কিন্তু নাগরিকদের দেয় করের অর্থ থেকেই দিতে হয়। তবে সুখের কথা শোনা যাচ্ছে নতুন সরকারের আমলে অনীক দত্তের সব ছবিগুলি অদূর ভবিষ্যতে নন্দনে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হবে।

তবে শিল্পীর বা শিল্পের চুড়ান্ত স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নয় বোধকরি কোন রাজনৈতিক দলই, বরং তা অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে সময় বিশেষে আর রাজনৈতিক শিবির অনুযায়ী এদেশের শিল্পী বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে বিভাজন এখন সুস্পষ্ট । তবে স্বাধীনতা অবিভাজ্য, মতপ্রকাশের অধিকারও । তাই বুকের মাঝে কি দুন্দুভি বাজে না,'রইল বলে রাখলে কারে,হুকুম তোমার ফলবে কবে?/তোমার টানাটানি টিকবে না ভাই ,রবার যেটা সেটাই রবে।/...ভাবছ হবে তুমিই যা চাও,জগৎটাকে তুমিই নাচাও -/দেখবে হঠাৎ নয়ন খুলে হয়না যেটা সেটাও হবে'।

ফিরে আসি গোড়ার কথায় ।শেষের দিকের ছবি 'বরুনবাবুর বন্ধু'তে ব্যক্তি মানুষের নিঃসঙ্গতা তার আবেগ নাগরিক জীবনে হারিয়ে যাওয়া মানবিকতাকে ব্যতিক্রমী সংবেদনশীলতায় ধরতে চাওয়া অনীক হয়ত নিজেই ক্রমে নিঃসঙ্গতার শিকার হয়ে পড়েছিলেন। তবে দীর্ঘ দাম্পত্যের সাম্প্রতিক আইনিবিচ্ছেদের অভিঘাতে এবং একমাত্র আত্মজার প্রবাসে হয়ত শেষবেলায় কিঞ্চিৎ অবসাদগ্রস্ত এবং একাকীত্বে আক্রান্ত এক মহার্ঘ জীবনের আকস্মিক মর্মান্তিক ও একই সঙ্গে রহস্যঘেরা যতিচিহ্ন পড়লেও অনীক দত্তের মত বুদ্ধিদীপ্ত মননশীল ব্যক্তিত্বের নিজের শর্তে নির্ভীক প্রতিবাদী অনীক যাপন দেখিয়ে দিয়ে গেল রাজনৈতিক মতাদর্শ যাই হোক না কেন প্রতিকুল প্রতিবেশেও উন্নত মস্তকে ঋজু শিরদাঁড়া (শিরদাঁড়া নিয়ে কাব্যসৃজন বিনাই)নিয়ে কিভাবে বেঁচে থাকার প্রয়াস জারী রাখা যায়।

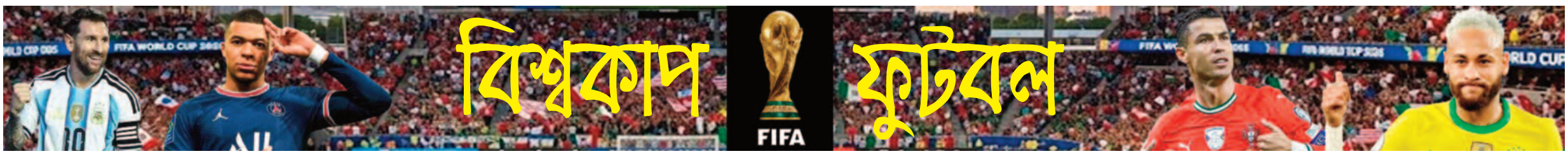

দাপুটে সূচনা আমেরিকার, প্যারাগুয়েকে উড়িয়ে বিশ্বে বার্তা পচেত্তিনোর দলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিজেদের মাটিতে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করেই শক্তির প্রদর্শন করল যুক্তরাষ্ট্র। 'ডি' গ্রুপের প্রথম ম্যাচে প্যারাগুয়েকে ৪-১ গোলে হারিয়ে টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত সূচনা করল অন্যতম আয়োজক দেশ। লস অ্যাঞ্জেলসের ক্যালিফোর্নিয়া স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খেলায় আধিপত্য বজায় রাখে মরিসিও পচেত্তিনোর দল। জোড়া গোল করে ম্যাচের নায়ক হন ফোলারিন বালোগান, আর দুটি গোলেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন অধিনায়ক ক্রিশ্চিয়ান পুলিসিচ।

ম্যাচের প্রথম বাঁশি বাজতেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে শুরু করে আমেরিকা। তার ফলও মেলে খুব দ্রুত। সপ্তম মিনিটে পুলিসিচের দুরন্ত আক্রমণ ঠেকাতে গিয়ে বিপত্তি ঘটান প্যারাগুয়ের ডিফেন্ডার ডামিয়ান বোবাদিলা। তাঁর পা থেকেই বল জড়িয়ে যায় নিজের জালে। আত্মঘাতী গোল হলেও সেই আক্রমণের মূল কারিগর ছিলেন পুলিসিচ, যিনি দুই ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে বিপজ্জনক পাস বাড়িয়েছিলেন।

প্রথম গোলের পর আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে আমেরিকা। মাঝমাঠে দখল বজায় রেখে একের পর এক আক্রমণ চালাতে থাকে তারা। ৩১ মিনিটে মালিক টিলমানের বাড়ানো বল ধরে ব্যবধান বাড়ান বালোগান। নিখুঁত ফিনিশে তিনি গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগেই আবারও আঘাত হানে স্বাগতিকরা। পুলিসিচের তৈরি করা সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন বালোগান। ফলে বিরতিতে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় আমেরিকা।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই পুলিসিচকে বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন পচেত্তিনো। তবে তাতে দলের খেলায় কোনও প্রভাব পড়েনি। ছোট ছোট পাস, দ্রুত বল আদান-প্রদান এবং সংগঠিত আক্রমণে প্যারাগুয়ের রক্ষণকে চাপে রাখে মার্কিন ফুটবলাররা। পুরো ম্যাচে বলের দখল ছিল প্রায় ৬৩ শতাংশ সময় আমেরিকার পায়ে। গোলমুখে তাদের শটের সংখ্যাও ছিল উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

যদিও ৭৩ মিনিটে এক ঝলক প্রতিআক্রমণ থেকে ব্যবধান কমায় প্যারাগুয়ে। মরিসিও প্রাদো দুরন্ত ফিনিশে গোল করে দলকে কিছুটা আশা ফিরিয়ে দেন। কিন্তু সেই আশা বেশিক্ষণ টেকেনি। ম্যাচের একেবারে শেষ মুহূর্তে বদলি হিসেবে নামা জিওভানি রেইনা অসাধারণ দক্ষতায় ডান পায়ের ট্রিভেলা শটে বল জালে জড়িয়ে দেন। সেই গোলেই ৪-১ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত হয় আমেরিকার।

এই ম্যাচে আরেকটি বিশেষ ঘটনা নজর কেড়েছে। বিশ্বকাপে প্রথমবার কার্যকর করা হয় ভিএআরের 'মিসটেকেন আইডেন্টিটি' নিয়ম। এক পর্যায়ে আমেরিকার ডিফেন্ডার টিম রিমকে হলুদ কার্ড দেখান রেফারি। পরে ভিএআর পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, রিম কোনও ফাউল করেননি। বরং প্যারাগুয়ের মিগেল আলমিরন ইচ্ছাকৃতভাবে পড়ে গিয়ে রেফারিকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। ফলে রিমের কার্ড বাতিল করে আলমিরনকে হলুদ কার্ড দেখানো হয়। ম্যাচে উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত মাঠে আসতে পারেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে ম্যাচের আগে তিনি ফোনে পচেত্তিনোকে শুভেচ্ছা ও উৎসাহ জানিয়েছিলেন বলে জানা যায়। মাঠে নেমে সেই সমর্থনের মর্যাদাই যেন দিলেন পুলিসিচরা। প্রথম ম্যাচেই দুরন্ত জয়ে শুধু তিন পয়েন্ট নয়, বিশ্বকাপের বাকি দলগুলির কাছেও শক্তিশালী বার্তা পৌঁছে দিল যুক্তরাষ্ট্র।

পিছিয়ে থেকেও প্রত্যাবর্তন, ফুটবলের বিশ্বকাপে প্রথম পয়েন্টের স্বাদ কানাডার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের মঞ্চে ইতিহাস গড়ার স্বপ্ন নিয়ে মাঠে নেমেছিল কানাডা। ম্যাচ শুরুর ঠিক আগে স্টেডিয়ামের ঘোষক বলেছিলেন, 'ইতিহাস তৈরি হতে চলেছে।' যদিও শুরুটা কানাডার পক্ষে সুখকর হয়নি, শেষ পর্যন্ত বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার বিরুদ্ধে ১-১ ড্র করে বিশ্বকাপের ইতিহাসে নিজেদের প্রথম পয়েন্ট অর্জন করে সহ-আয়োজক দেশটি।

ম্যাচের প্রথমার্ধে এগিয়ে যায় বসনিয়া। জাতীয় দলের হয়ে নিজের প্রথম প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলতে নেমে জোভো লুকিচ দুর্দান্ত হেডে গোল করে দলকে লিড এনে দেন।

সেই গোলের পর স্টেডিয়ামে উপস্থিত হাজার হাজার বসনিয়ান সমর্থক উল্লাসে ফেটে পড়েন। বিশেষ করে দক্ষিণ গ্যালারিতে বসনিয়ার সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

তবে কানাডা সহজে হার মানার দল নয়। প্রথম থেকেই তারা আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলছিল এবং একাধিক সুযোগও তৈরি করেছিল। ম্যাচের ১৭ মিনিটে দলের অন্যতম ভরসা জোনাথন ডেভিড একটি সহজ সুযোগ নষ্ট করেন।

গোলের সামনে প্রায় একা হয়েও তিনি বল জালে জড়াতে ব্যর্থ হন। সেই মুহূর্তে সাইডলাইনে দাঁড়িয়ে কোচ জেসি মার্শের হতাশা স্পষ্ট ধরা পড়ে।

দ্বিতীয়ার্ধে সমতা ফেরানোর জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে কানাডা। কোচ মার্শ ম্যাচের ৭৬ মিনিটে সাইল লারিনকে মাঠে নামান। আর বদলি হিসেবে নামার মাত্র ১২১ সেকেন্ডের মধ্যেই তিনি ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন।

বক্সের মধ্যে সুযোগ পেয়ে দুর্দান্ত শটে বল জালে জড়িয়ে দেন লারিন। এটি ছিল তাঁর ম্যাচে প্রথম স্পর্শ, আর সেই স্পর্শই কানাডাকে ফিরিয়ে আনে খেলায়।

লারিনের গোলের পর গোটা স্টেডিয়াম উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে। দর্শকাসনে উপস্থিত জনপ্রিয় অভিনেতা ও ওয়েলস ক্লাব রেক্সহ্যামের সহ-মালিক রায়ান রেনল্ডসও সমর্থকদের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেন।

এছাড়া আইস হকি তারকা কনর ম্যাকডেভিডসহ একাধিক তারকাও উপস্থিত ছিলেন এই ঐতিহাসিক ম্যাচে।

ম্যাচের পরে কোচ জেসি মার্শ জানান, লারিনকে মাঠে নামানোর আগে তিনি শুধু বলেছিলেন, 'বক্সের মধ্যে নিজেকে সঠিক জায়গায় রাখো, সুযোগ তৈরি করো এবং গোল করো।' লারিন সেই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন।

ম্যাচের আগে স্টেডিয়ামে ছিল বর্ণাঢ্য আয়োজন। বিখ্যাত গায়ক মাইকেল বুবলে দর্শকদের সামনে গান পরিবেশন করেন।

এরপর কানাডার জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে শোনান জনপ্রিয় শিল্পী অ্যালানিস মরিসেট। আকাশে কানাডিয়ান এয়ার ফোর্সের 'স্নোবার্ডস'-এর প্রদর্শনী অনুষ্ঠানকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে।

শেষ পর্যন্ত জয় না এলেও এই ড্র কানাডার কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। চার বছর আগে কাতার বিশ্বকাপে তারা সব ম্যাচ হেরে বিদায় নিয়েছিল।

এবার নিজেদের মাটিতে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই অন্তত হার এড়াতে সক্ষম হয়েছে। সেই সঙ্গে বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো পয়েন্ট অর্জন করে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা করল কানাডা। এবারের বিশ্বকাপে এটাই প্রথম অঘটন কি না, তা সময় বলবে।